بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১১ অক্টোবর ২০২২

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের হাতে নতুন আহমদীয়া মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

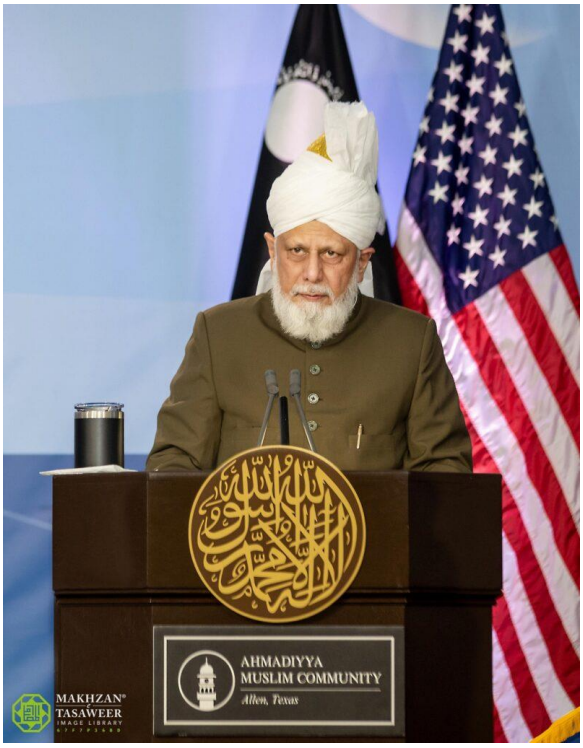

"আজ পৃথিবী বিপর্যয়ের কিনারায় টলমল করছে" – হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

৮ অক্টোবর ২০২২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডালাস শাখার অধীনে টেক্সাসের অ্যালেন শহরে বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মূল ভাষণ প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)। এর একদিন পূর্বে হুযূর আকদাস জুমুআর খুতবার মাধ্যমে মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং স্থানীয় অধিবাসী-সহ ১৪০ জনের অধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর মূল ভাষণ যেখানে তিনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর ইসলাম যে গুরুত্ব আরোপ করে সে সম্পর্কে আলোচনা করে বিশ্বনেতা, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের সকলকে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ ভুমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের জামা'তের মসজিদ তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য সর্বদা একই। প্রথমত, আমাদের মসজিদসমূহ সদস্যদের একত্রিত হওয়ার স্থানরূপে কাজ করে যেখানে তারা আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য পালন এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের সুযোগ প্রদান করে।"

পবিত্র কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করে, হুযূর আকদাস শান্তি নিশ্চিতকরণে ইসলামের গুরুত্বারোপের বিষয়টি তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে, ইসলাম চরমপন্থা ও সহিসংতাকে উৎসাহিত করে – এমন অভিযোগ সত্য হতে বহু দূরে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সকল পর্যায়ের এবং সকল দেশের মানুষের প্রতি নিরাপত্তা ও শান্তির সর্বজনীন বার্তা বহনের জন্য আল্লাহ্ তা’লার নির্দেশনা অনুসারে কা’বা ঘর প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণ করা হয়। যখন মসজিদসমূহ কা’বার দিকমুখী করে নির্মাণ করা হয় তখন কেবল বাহ্যিকভাবে কা’বাকে অনুসরণ করাই উচিত নয়; বরং, প্রতিটি মসজিদ এবং যারা এতে ইবাদত করে তাদের অবশ্যই এ পবিত্র ঘরের উদ্দেশ্যসমূহ অনুসরণ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার প্রতিনিধিত্ব করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

“আল্লাহ্ তা’লার ইবাদতের পাশাপাশি, কা’বা ঘর এবং তদনুযায়ী প্রতিটি মসজিদের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, এমন সব দয়ালু, পরোপকারী ও খোলা মনের মানুষের এক কেন্দ্রে পরিণত হওয়া, যারা নিজেদের কথায় ও কাজে সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মঙ্গল কামনার বার্তা বহন করেন।”

হুযূর আকদাস বলেন যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আন-নিসা-৩:৯৮ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা কা'বা ঘরের সম্পর্কে বলেন যে, **"যে এখানে প্রবেশ করে, (সে) শান্তিতে প্রবেশ করে।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আয়াতটি ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন:

"মৌলিকভাবে, 'যে এখানে প্রবেশ করে, (সে) শান্তিতে প্রবেশ করে' – এ শব্দগুলো দাবি করে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ইবাদতকারীরা যেন অন্যের অধিকার পূরণ করা নিশ্চিত করতে এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বয়ে আনতে গভীরভাবে মনোযোগী হয়। এভাবে তারা কেবল নিজেরাই শান্তি অর্জন করবেন না, বরং অন্যদের জন্যও শান্তির নিশ্চয়তা প্রদানকারীতে পরিণত হবেন।"

হুযূর আকদাস ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলাম মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র কঠিন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা বা সর্বজনীনভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা ও যুলুম-নির্যাতন বন্ধের জন্য যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছিল।

শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কুরআনে যে বিশদ বিবরণ রয়েছে তা তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"শান্তি রক্ষার জন্য পবিত্র কুরআনের সূরা আল-ফুরকান-২৫:৬৪ আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কীভাবে অজ্ঞ ও শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিদের প্রত্যুত্তর প্রদান করতে হবে, যখন তারা কটূক্তি করে কিংবা অকথ্য ভাষায় কথা বলে। ক্ষোভের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিবর্তে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে উস্কানির সম্মুখে নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে, ধৈর্য্য ধারণ করতে এবং 'আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' বলে স্থান ত্যাগ করতে বলেন। কুরআন শিক্ষা দেয় আগ্রাসন ও উস্কানির মোকাবেলায় একই ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত নিজেদের অহমিকা পরিত্যাগ করে, শান্তির বার্তার মাধ্যমে উত্তর প্রদান করা এবং সকল ধরনের দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া এড়িয়ে চলা।"

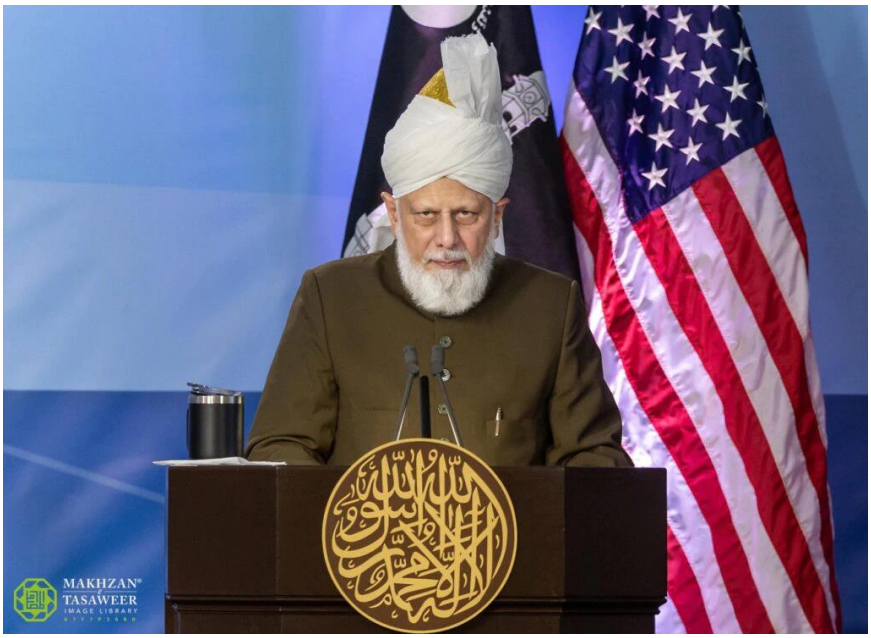

হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা, সূরা ফাতেহার উল্লেখ করেন, যার সূচনা হয়েছে এই ঘোষণার মাধ্যমে যে, আল্লাহ্ সকল ধর্মবিশ্বাসের এবং সকল পটভূমির মানুষের 'লালন-পালনকর্তা'।

আয়াতটির ব্যাখ্যা করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যখন সেই এক খোদা, যার উপাসনা কোন মুসলমান করে থাকেন, তিনি খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, শিখ অথবা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং সেই সকল মানুষ যারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না তাদের সমেত সমগ্র মানবজাতির প্রভু-প্রতিপালক, তখন এমনটি কীভাবে হতে পারে যে, একজন মুসলমান কখনো অন্যের জন্য সমস্যা বা দুঃখের কারণ হতে পারে? বরং, একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলমান সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করবেন যে, তিনি যেন মানবজাতির জন্য দুঃখ-কষ্টের কারণ না হয়ে, শান্তির এক উৎসে পরিণত হন এবং অপরাপর সকল মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা এবং সৌহার্দ্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। একজন প্রকৃত মুসলমান এমন হবেন তিনি অপরের বোঝা বহন করবেন এবং তাদের বেদনা ও দুঃখকে নিজের মনে করে অনুভব করবেন। সুতরাং, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির এই প্রেরণা নিয়ে, এবং এই উপলব্ধির সাথে যে, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও করুণা সর্বজনীন, আমরা মসজিদসমূহ নির্মাণ করে থাকি।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত স্কুল, হাসপাতাল এবং পানির সেবা প্রতিষ্ঠা করেছে যেগুলো বিশ্বের বঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ধর্ম বা অন্যান্য পটভূমি নির্বিশেষে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মানবতার সেবা করা আমাদের মিশন এবং উদ্দেশ্য; কেননা, ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, আমাদের কেবল খোদা তা'লার অধিকার রক্ষা করলেই চলবে না; বরং, তাঁর সৃষ্টির অধিকারও রক্ষা করতে হবে।"

ইসলাম সম্পর্কে বিস্তৃত সমাজে যে ধরনের ভীতির আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে তা সরাসরি খণ্ডন করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এমন কেউ, যার মনে কোন সন্দেহ বা ভীতি রয়েছে, তাকে আমি এ বিষয়টি জানার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে উৎসাহিত করব যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্মিত যেকোনো নতুন মসজিদ সর্বদা কেবলমাত্র শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সহিষ্ণুতার আলোকিত ইসলামী শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিফলন করবে। যাদের ধর্মবিশ্বাস আমাদের থেকে ভিন্ন তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া আমাদের শিক্ষাই নয়; বরং, আমাদের শিক্ষা তাদেরকে বরণ করে নেওয়া।

আমাদের শিক্ষা আমাদের বিরোধীদের আক্রমণ করা নয়; বরং, তাদের এবং তাদের অধিকারের সুরক্ষা করা। আশ্বস্ত থাকুন, এই মসজিদ থেকে মানবজাতির জন্য ভালোবাসা, সৌহার্দ্য এবং সহানুভূতি ছাড়া আর কিছুই বিচ্ছুরিত হবে না।"

হুযূর আকদাস আরও অগ্রসর হয়ে বিশ্ব আজ যেসকল ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আজ পৃথিবী বিপর্যয়ের কিনারায় টলমল করছে, আর বিশ্বজুড়ে দেশের পর দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার এক ভয়াবহ তুফান দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ কয়েক মাস ধরে চলমান আর আমাদের মাথার ওপর আরো ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসযজ্ঞের ইঙ্গিতবাহী কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা যাচ্ছে। পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ব্লক ও জোটসমূহ ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হচ্ছে, এবং বিশ্বে মেরুকরণ আরো জোরদার হচ্ছে। এর ফল এই যে, প্রতিদিন বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা দুর্বলতর হয়ে চলেছে।"

হুযূর আকদাস এ বিষয়টির ওপর বিশেষ আলোকপাত করেন যে, আজকাল বিভিন্ন দেশের পক্ষ থেকে অন্য দেশকে নিউক্লিয়ার সমরাস্ত্র ব্যবহার করে নির্মূল করার হুমকি প্রদান ক্রমাগতভাবে মামুলি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সাম্প্রতিককালের পূর্ব পর্যন্ত, নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহার করার হুমকি দেওয়ার বিষয়টা অনেকটা অকল্পনীয় বলে বিবেচনা করা হতো; কিন্তু এখন এমন হুমকিসমূহ বলতে গেলে দৈনিক ভিত্তিতে উচ্চারিত হচ্ছে। ... এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি একটি বৈশ্বিক যুদ্ধের সূচনা হয়ে যায় তবে তা এমন হবে যার কোন তুলনা এই পৃথিবীবাসী কোনদিন অবলোকন করে নি। নিশ্চিতভাবে এর সর্বনাশা বিধ্বংসী পরিণাম আমাদের ধারণারও অনেক বাইরে। অনেক দেশ আধুনিক মারণাস্ত্র অর্জন করেছে যেগুলো একটিমাত্র আঘাতে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করার ক্ষমতা রাখে। কেবল আমরাই এর জন্য যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টের শিকার হবো না; বরং, আমাদের সন্তানেরা এবং পরবর্তী প্রজন্মসমূহ আমাদের পাপের জন্য দুর্দশায় নিপতিত হবে এবং তাদের নিজেদের কোন দোষ ছাড়াই তাদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ যারা সংঘটিত হতে দিবেন, তাদেরকে পরবর্তী প্রজন্ম কেমন দৃষ্টিতে দেখবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"নিঃসন্দেহে, ঐসকল নিরীহ মানুষগুলো আমাদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে। তারা পরিতাপ করবে, কেন তাদের পূর্বপুরুষগণ তাদের অহম এবং আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে সুযোগ দিয়েছিল তাদেরকে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করতে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোকে শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে রেখে দিয়েছে। সুতরাং,

বিশ্ববাসীর কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ এবং বার্তা এই যে, আমাদেরকে আমাদের মাঝে যে-সকল মতপার্থক্য রয়েছে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে হবে, যেন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলোকে, খোদা না করুন, তাদের ওপর কেবল দুর্দশা এবং নৈরাশ্যপূর্ণ এক জীবন চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, তাদেরকে রক্ষা করতে পারি।"

হুযূর আকদাস সমাজের সকল মানুষকে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়াসী হওয়ার তাগিদ দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের প্রত্যেকেরই শান্তির জন্য পালনীয় একটি ভূমিকা রয়েছে। যেখানেই নিষ্ঠুরতা ও অবিচার রয়েছে, আমাদের অবশ্যই তার নিন্দা জানাতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে আমাদের তাগাদা দিতে হবে যেন আমাদের দেশগুলোকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করার পরিবর্তে, এবং প্রতিশোধ ও সহিংসতার হুমকি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করার পরিবর্তে, তাদের উচিত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে যেসকল ক্ষেত্রে টানাপোড়েন বিদ্যমান সেগুলোকে কূটনীতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রশমিত করার কাজে প্রয়াসী হওয়া। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, সর্বদা যেন তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত লক্ষ্য থাকে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা।"

ভাষণের পূর্বে কয়েকজন অতিথি বক্তা মঞ্চে এসে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করেন।

অ্যালেন শহরের সিটি কাউন্সিলম্যান কার্ল ক্লেমেনচিক হুযূর আকদাসের হাতে অ্যালেন শহরের চাবি তুলে দেন।

সাউদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিশ্চিয়ান মিশন অ্যান্ড ইন্টাররিলিজিয়াস রিলেশন্‌স-এর প্রফেসর, ড. রবার্ট হান্ট বলেন:

“হিজ হোলিনেস নিবেদিতচিত্তে দুটি নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সপক্ষে কাজ করে যাচ্ছেন, যার একটি হলো ধর্মীয় স্বাধীনতা আর অপরটি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ... এটি আমার প্রত্যাশা যে, এ মসজিদের উদ্বোধন ও হিজ হোলিনেসের সফর কেবল এই উত্তর টেক্সাসেই নয়, বরং, বিশ্ব জুড়ে সংলাপের মধ্য দিয়ে এক শান্তি, সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের সকলকে আমাদের প্রয়াস পুনরায় দ্বিগুণ জোরদার করতে উৎসাহিত করবে।”

পররাষ্ট্র বিষয়ক হাউস কমিটির র‍্যাংকিং রিপাবলিকান চেয়ার এবং আহমদীয়া মুসলিম কংগ্রেশনাল ককাসের কো-চেয়ার মার্কিন কংগ্রেসম্যান মাইকেল ম্যাক্‌কল, যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স-এ একটি বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্তের প্রস্তাব করেন যেখানে বৈশ্বিক শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বহুমুখী অবদানের জন্য হুযূর আকদাসের প্রশংসা করা হয়।

উপস্থিতদের উদ্দেশে কথা বলতে গিয়ে, মি. ম্যাক্‌কল বলেন:

“ইব্রাহীমের বংশ এমন এক বংশ যা হতে প্রধান তিনটি ধর্ম উৎসারিত। ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম। হিজ হোলিনেস, যার সাথে এ নিয়ে দুইবার আমার দীর্ঘক্ষণ সাক্ষাতের সুযোগ হলো, বিশ্বাস করেন যে, আমরা সকলে ইব্রাহীম (আ.)-এর এই বংশের ছায়ায়, পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে, শান্তিতে বসবাস করতে পারি।”

(হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স বা নিম্ন আইন সভা সদস্য) রিপ্রেজেন্টেটিভ মাইক ম্যাক্‌কল কংগ্রেশনাল রেকর্ডে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত করেন যেখানে বায়তুল ইকরাম মসজিদের উদ্বোধনের ঐতিহাসিক মাইলফলককে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে হুযূর আকদাসের সফরকে সম্মানিত করা হয়েছে।

সমাপ্ত

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: media@pressahmadiyya.com